কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৬ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ পৌষ-১৫ ফাল্গুন ❑ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৪ হিজরি

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ
বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাণ বিসর্জন দেন আবদুস সালাম, আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং পরদিন প্রাণ দেন শফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, অহিউল্লাহ প্রমুখ। এ মহান আত্মত্যাগকারী বীরদের আমরা ভাষা শহিদ হিসেবে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই উত্তাল সময়ে রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য কারাগারে অনশনরত থেকেও ভাষা আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের দিকনির্দেশনা দিয়ে উজ্জীবিত রাখেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙে বাঙালি ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের ভিত নাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্পৃহা লুকায়িত ছিল। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। বর্তমানে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশে পালিত হচ্ছে। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নির্দেশে প্রতিবারের মত এবারো যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। বিএডিসি'র পক্ষে একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করা মহান ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা। আমাদের জাতীয় জীবনে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা সর্বদা উপস্থিত থাকুক।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত.....০৩
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতের ছোঁয়ায় গণভবনের প্রতি ইঞ্চি জমিতে দৃষ্টিনন্দন ফলন ০৪
কৃষি উৎপাদনের মূল উপকরণ বীজের মানে কোনোরকমে ছাড় দেয়া হবে না: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী.....০৬
খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে: কৃষিমন্ত্রী ০৭
দেড় লাখ মে. টন সার আনতে তিউনিশিয়ার সাথে বিএডিসি'র চুক্তি সই.....০৮
বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন.....০৯
বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন.....১০
বিএডিসি'র খাল পুনঃখননে নাটোরের তিন ইউনিয়নের কৃষকের ভাগ্যবদল.....১১
পাহাড়ে বিএডিসি'র সৌর বিদ্যুতের সেচ প্রকল্পে উপকৃত বান্দরবানের কৃষকেরা ১২
কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন 'টিম বিএডিসি'.....১৪
আমন ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য.....১৬
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি ১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তে প্রতিবারের মতো এবারো যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হলো মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নির্দেশনায় দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নেতৃত্বে সংস্থার সদর দপ্তরস্থ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে সকল ভাষা সৈনিক, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করে সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করে বিএডিসি'র প্রতিনিধি দল সংস্থার পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন

দিবসটি উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তাদের সেই অপচেষ্টা সমূলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এই দিন মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন শহিদ আবদুস সালাম, শহিদ আবুল বরকত, শহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ, শহিদ আবদুল জব্বার এবং পরদিন প্রাণ দান করেন শহিদ শফিউর রহমানসহ আরো অনেকে। এ কারণে বাংলা ভাষা তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনকারীদের দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময়ে কারাগারে অনশন করে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার ছিলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আরো বলেন, বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন করার বীজ সেদিনই রোপণ করা হয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটি আমাদের ভাষা ও বাংলাভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর জন্য গৌরবময় অর্জন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতের ছোঁয়ায় গণভবনের প্রতি ইঞ্চি জমিতে দৃষ্টিনন্দন ফলন

গণভবনে রোপণকৃত সবজির পরিচর্যা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশের জনগণকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেও তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনের অব্যবহৃত প্রতি ইঞ্চি জমি কাজে লাগিয়েছেন। গ্রামের গৃহস্তবাড়ির মতো পুরো গণভবনকে প্রায় একটি খামার বাড়িতে পরিণত করে সৃষ্টি করেছেন এক বিরল উদাহরণ।

গণভবনের বিশাল আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগী, কবুতর, গরু পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান, শাক-সবজি, ফুল-ফল, মধু ও মাছ চাষ করছেন। তিল-সরিষার মতো পেঁয়াজও চাষ করেছেন এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

গণভবন সূত্র জানায়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার মোট চাষের প্রায় অর্ধেক জমির পেঁয়াজ কাটা হয়েছে। এতে ফলন পাওয়া গেছে ৪৬ মন। বাকি জমিতে আরও ৫০ মনেরও বেশি পেঁয়াজ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশি পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দর ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি। এতে গণভবনে ফলন পাওয়া ৪৬ মন পেয়াজের দাম আসে আনুমানিক ৬৫ হাজার থেকে ৭৩ হাজার টাকা। ৫ জনের মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে মাসে ৫ কেজি হিসেবে পেঁয়াজের প্রয়োজন ধরলে গণভবনে উৎপাদিত প্রায় ১০০ মন পেঁয়াজে ৭ শত থেকে ৮ শত পরিবারের ১ মাসের পেঁয়াজের চাহিদা পূরণ হবে।

করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, অবরোধ-পাল্টা অবরোধে টালমাটাল বিশ্বে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের সংকট দেখা দেওয়ার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। তিনি সরকারি, বেসরকারি ও দলের সকল অনুষ্ঠানে প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম গণমাধ্যমকে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশের জনগণকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর আহ্বান জানিয়ে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি নিজে গণভবন আঙ্গিনার পতিত প্রতি ইঞ্চি জমিকে উৎপাদনের আওতায় এনেছেন এবং জনগণের প্রতি করা নিজের আহ্বানকে বাস্তবে রূপদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থপন করেছেন। প্রেস সচিব বলেন, এদেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দেশের মাটি-মানুষ, কৃষির সঙ্গে মিশে আছে তাঁর প্রাণ।

গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ফসলি উঠোনে নানা ধরনের ফসলের আবাদ তারই ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত। ইহসানুল করিম জানান, প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করার বিষয়টি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের সবুজ বিপ্লবের ডাক থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র জানায়, গণভবন আঙ্গিনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঁশফুল, পোলাওয়ের চাল, লাল চালসহ বিভিন্ন জাতের ধান, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, পালং শাক, ধনেপাতা, গ্রাম-বাংলার জনপ্রিয় বতুয়া শাক, ব্রোকলি, টমেটো, লাউ, শিমসহ প্রায় সব ধরনের শীতকালীন শাক-সবজি চাষ করছেন।

এছাড়া, গণভবনে তিল, সরিষা, সরিষা ক্ষেতে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু আহরণ, হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন ধরনের মশলা; আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, বরই, ড্রাগন, স্ট্রবেরিসহ বিভিন্ন ধরনের ফল, গোলাপ, সূর্যমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণচূড়াসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলেরও চাষ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি অবসর পেলেই এসব তদারকিও করেন বলে গণভবন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এসব ফসল ফলাতে ব্যবহার করা হয় গণভবনে গরুর খামারের গোবর থেকে উৎপাদিত জৈব সার।

এছাড়াও গণভবনের আঙ্গিনায় আলাদা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরুর খামার, দেশি হাস-মুরগী, তিতির, চীনা হাঁস, রাজহাস, কবুতরের খামার

করেছেন। তিনি গণভবন পুকুরে চাষ করছেন রুই-কাতলা, তেলাপিয়া, চিতলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এমনকি গণভবন পুকুরে মুক্তার চাষও করছেন শেখ হাসিনা। অবসর সময়ে গণভবনের লেকে মাছও ধরেন তিনি।

গণভবন সূত্র জানায়, উৎপাদিত এসকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের জন্য সামান্য রেখে গণভবন কর্মচারী এবং দরিদ্র-অসহায় মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

এক ইঞ্চি জমিও ফাঁকা না রাখতে জনবান্ধব যে নির্দেশনা, তার বাস্তবায়ন হয়েছে গণভবনে। কৃষিবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে ফলিয়েছেন ফুল-ফসল-শাকসবজি, করছেন মৎস ও পশুপালন। গণভবন জুড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃষি উদ্যোগ তুলে এনেছেন কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ। চ্যানেল আই এর নিয়মিত অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' এর ২০ বছর পূর্তিতে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় প্রচার হয় 'শেখ হাসিনার ফসলি উঠোন, গণভবনে বাংলার মুখ'। এ অনুষ্ঠানে জনাব শাইখ সিরাজের সঙ্গে আলাপকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। আমি ছোটবেলা থেকে গ্রামে মানুষ। ১৯৫৪ সালে ঢাকা আসলাম। তার আগে আমি আমার দাদা-দাদীর কাছেই ছিলাম। আমাদের তো বিশাল বাড়ি ছিল। আমাদের বাড়িতে গরু, ছাগল, রাজহাঁস থেকে শুরু করে মুরগী, মাছটাছ সব ছিল। ছোটবেলা থেকে দেখেছি, বলতে গেলে লবন, চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন তেল ছাড়া আমাদের পরিবারে কোন কিছু আর কেনার দরকার হতো না। যেখানেই জায়গা ছিল আমার মা আব্বা সবার ভেতরে গাছ লাগানোর ব্যাপারটা ছিল, তারপর গরু পালা। ধানমণ্ডির বাড়িতে যখন আমরা আসি সেখানে তো সব রকমের গাছ ছিল, তরিতরকারি, ফলমূল ছিল। আব্বা নিজেই আমাদের বলতেন। এসে দেখতেন, আমাদের উপদেশ দিতেন, নিজেও হাত লাগাতেন। সাথে সাথে গরু পালতেন, আব্বার মুরগী ছিল, কবুতর, রাজহাঁস ছিল। ঐখানে একটা হাউজ ছিল ঐ হাউজে রাসেল আবার তেলাপিয়া মাছ পালতো। আব্বা থাকতে গণভবনের এই লেকে তো রাসেল এসে মাছ ধরতো সব সময়। ঐ সিঁড়িতে আব্বা মাছগুলোকে মুড়ি খাওয়াতেন (উল্লেখ্য গণভবনের এল শেপের লেকটির দৈর্ঘ্য ৪৬৬ মিটার। এই লেকটি ২০১৪ সালে বিএডিসি'র মাধ্যমে পুনঃখনন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে যে লেকের পাশে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন এটিই সেই লেক।)

গণভবনে বিএডিসি'র মাধ্যমে পুনঃখননকৃত লেকের মাছকে খাবার দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

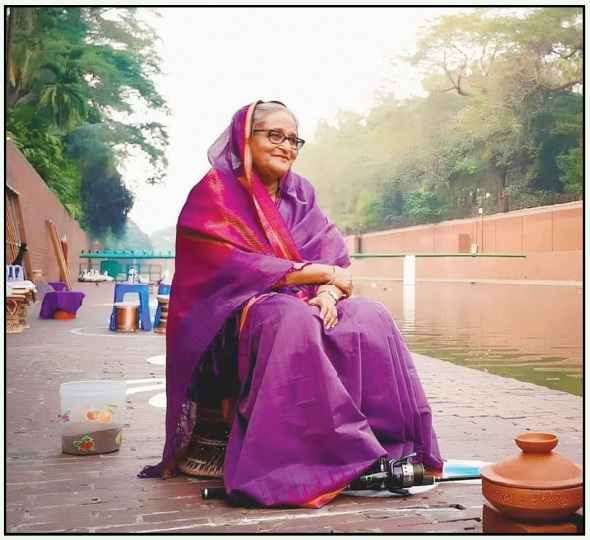

গণভবনে বিএডিসি'র মাধ্যমে পুনঃখননকৃত লেকের পাশে বসে আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর কৃষি ও চাষাবাদের প্রতি ভালো লাগার বিষয়টি পারিবারিকসূত্রে পাওয়া বলে উল্লেখ করে জানান, যতটুকু সুযোগ পাই গাছ লাগাতে আমার ভালো লাগে। ফ্লাটে থাকা শুরু করলে আমি টবে গাছ লাগাতাম। লন্ডনে রেহানার বাসায় থাকতে আমি মাটি খুঁড়ে টমেটো ও ফুল গাছ লাগাতাম। আমার মেয়ে পুতুল যখন মায়ামিতে তখন আমি গাছের চারা কিনে লাগিয়েছি। ওখানে কলা গাছ, নারকেল গাছ, পেয়ারা গাছ, ফুলের গাছ, টমেটো গাছ, পেঁপে গাছ, মরিচ গাছসহ অনেক গাছ আমরা লাগিয়েছিলাম। ওখানে এতো হতো যে খেয়ে কুলানো যেতোনা, প্রতিবেশিদের দিতাম। তো, যেখানেই যাই আমার গাছ লাগানোর একটি শখ আছে।

সংকলিত: বাসস
১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

কৃষি উৎপাদনের মূল উপকরণ বীজের মানে কোনোরকমে ছাড় দেয়া হবে না: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সীড কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বীজের মানে কোনোরকমে ছাড় দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, কৃষি উৎপাদনের মূল উপকরণ হলো বীজ। ভালো ফলন ও উৎপাদনশীলতার জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কাজেই, বীজের মানের বিষয়ে কোনোরকমে ছাড় দেয়া হবে না। কৃষক যাতে শতভাগ আস্থার সাথে নির্দ্বিধায় বীজ ব্যবহার করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সীড কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার সার, বীজসহ কৃষি উপকরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ১৪ বছরে সার-বীজের কোন সংকট হয়নি। বিশ্বব্যাপী সারের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেলেও সরকার দেশে সারের দাম বাড়ায়নি; বরং আগের চেয়ে চারগুণের বেশি ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। বীজের দামও বাড়ায়নি। কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে আগামীতেও সার-বীজের দাম বাড়াবে না।

বীজ কোম্পানিগুলোকে সততার সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নিম্নমানের বীজের বিষয়ে এখনো অনেক অভিযোগ আসে, মাঠ থেকে খবর পাই যে, চারা অর্ধেক গজায়নি। এখনো কিছু কোম্পানির প্রতারণা করার প্রবণতা আছে। অনেক সময় কৃষকেরা নিম্নমানের বীজ কিনে প্রতারিত হয়। এতে একদিকে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে বীজ এসোসিয়েশনকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। বীজের মানের বিষয়ে কৃষকের শতভাগ আস্থা অর্জন করতে হবে। আর এতে বীজ কোম্পানিই উপকৃত হবে বেশি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে মানসম্পন্ন বীজ নিশ্চিত করতে কঠোরভাবে মনিটরিং করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সাত্তার মণ্ডল। তিনি বলেন, ভাল মানের বীজ দেয়ার ফলে ইতোমধ্যে শতকরা ৮-১০ ভাগ ফলন বেড়েছে। আরো ভাল বীজ দিতে পারলে বছরে ধানের উৎপাদন ২১ লাখ টন বাড়ান সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব হুমায়ুন কবীর স্বাগত বক্তব্যে জানান, ৩ দিনব্যাপী সীড কংগ্রেস ২০২৩-এ এক হাজারের অধিক দেশি বিদেশি বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী, বীজ ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, বীজ ডিলার, কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া, সরকারি, বেসরকারি ৬০টি স্টল ও ১৩টি প্যাভিলিয়ন নিয়ে আকর্ষণীয় এ বীজ মেলার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

গত ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ শনিবার জার্মানির বার্লিনে '১৫তম বার্লিন কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে' অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্বশীল ও আরো তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। একইসঙ্গে খাদ্য ও কৃষি উপকরণকে যুদ্ধ ও অবরোধের বাইরে রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। গত ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ শনিবার জার্মানির বার্লিনে '১৫তম বার্লিন কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলন' এ মাননীয় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের (বিএমইএল) আয়োজনে ৪ দিনব্যাপী (১৮-২১ জানুয়ারি) '১৫তম গ্লোবাল ফোরাম ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার (জিএফএফএ)' এর শেষ দিনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশের কৃষিমন্ত্রী ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নির্দোষ ভুক্তভোগী বাংলাদেশ। এ যুদ্ধের ফলে সারের দাম চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্যশস্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলেছে। এ নেতিবাচক প্রভাব নিরসনের জন্য আমি উন্নত বিশ্বকে নমনীয়, সহজ ও দ্রুত (Flexible, unbureaucratic & fast) পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামীতে খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতি তুলে ধরে ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি উন্নত, টেকসই ও জলবায়ুসহনশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে, যার মাধ্যমে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই হবে, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত হবে, কৃষকেরা উন্নত জীবন পাবেন। কিন্তু জমি হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯ ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, কপ২৬, কপ২৭ ও অন্যান্য বৈশ্বিক ফোরামে দেয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য উন্নত দেশগুলোকে আমি অনুরোধ করছি।

সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার ও বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার মো. সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। ১৫তম গ্লোবাল ফোরাম ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার ও কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে জানানো হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী বৈশ্বিক ক্ষুধা নিরসন (জিরো হাঙ্গার) করার কথা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ক্ষুধায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালে ৭০ কোটি ২০ লাখ থেকে ৮২ কোটি ৮০ লাখ মানুষ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছে, যা ২০২০ সালের তুলনায় ৪ কোটি ৬০ লাখ এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ১৫ কোটি বেশি।

বর্তমানে বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে খারাপ খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। প্রজাতি বিলুপ্তি, কোভিড ১৯ আর যুদ্ধ খাদ্যসংকটে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কীভাবে 'ক্রাইসিস-প্রুফ' খাদ্য ব্যবস্থা, জলবায়ুসহনশীল খাদ্য ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং টেকসই বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগিতা বাড়ানো যায়- এই চারটি বিষয়কে সম্মেলনে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

"ফুড সিস্টেম ট্রান্সফর্মেশন: এ ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেসপন্স টু মাল্টিপল ক্রাইসিস" শিরোনামে এ সম্মেলনে বিগত চার দিনে অংশগ্রহণকারী দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি ও কৃষিমন্ত্রীগণ আলোচনা করে একটি 'যৌথ ইশতেহার' (কমিউনিক) ঘোষণা করেন।

দেড় লাখ মে. টন টিএসপি সার আনতে তিউনিশিয়ার সাথে বিএডিসি'র চুক্তি সই

তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিসে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং তিউনিশিয়ান কেমিক্যাল গ্রুপ (জিসিটি) এর মধ্যে বিএডিসি'র পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

২০২৩ সালে দেড় লাখ মেট্রিক টন ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) সার আনতে তিউনিশিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিসে বিএডিসি এবং তিউনিশিয়ান কেমিক্যাল গ্রুপ (জিসিটি) এর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

চুক্তিতে বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং তিউনিসিয়ার পক্ষে জিসিটির জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মেদ রিধা ছালঘৌম স্বাক্ষর করেন। এ সময় কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মো. আব্দুস সামাদ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান বদিউল আলম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিএডিসি ২০০৮ সাল থেকে জিটুজি ভিত্তিতে তিউনিশিয়া থেকে টিএসপি সার আমদানি করে আসছে। তিউনিশিয়ার টিএসপি সারের মান অনেক ভাল হওয়ায় কৃষকের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

একই দিন কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার তিউনিশিয়ার কৃষি, পানিসম্পদ ও মৎস্য মন্ত্রী আব্দেল মনাম বেলাতি এবং শিল্প, খনিজ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী নেইলা নৌরিয়া গঙ্গি এর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। বৈঠকে তিউনিশিয়ার মন্ত্রীদ্বয় বাংলাদেশের সাথে কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো বাড়ানোর আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিসে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং তিউনিশিয়ান কেমিক্যাল গ্রুপ (জিসিটি) এর মধ্যে চুক্তির বিষয়ে আলাপরত দুই দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের সেশন পরিচালনা

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ তিন দিনব্যাপী "বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ সীড বিজনেসের উপর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সেশন-৩ এ সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি।

সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ সীড বিজনেসের উপর কারিগরি সেশন-৩ এ সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

উক্ত সেশনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে যাতে মানসম্মত বীজ কৃষকের নিকট পৌঁছায় সে বিষয়ে বক্তাগণ বিশদ বক্তব্য রাখেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশে বীজ ব্যবসা প্রসার ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে প্রচলিত/বিদ্যমান বীজ আইন সংস্কার ও পরিমার্জনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সেশনে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা প্রধান/প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের বিজ্ঞ কৃষিবিদ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস ২০২৩ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ সরকারি-বেসরকারি স্টলসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সীড কংগ্রেস ২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলমের কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন উপপরিচালক (আরবান সেলস) জনাব শাহ দেলদার হোসেন।

বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে শুরু হয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ কংগ্রেস চলে। এখানে বিএডিসিসহ সরকারি-বেসরকারি ৬০টি স্টল ও ১৩ টি প্যাভিলিয়ন অংশগ্রহণ করে। বিএডিসি'র স্টলটি বিভিন্ন রকম উচ্চফলনশীল ও মানসম্মত, খরা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু, বিএডিসি উদ্ভাবিত শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য আলুবীজসহ নানা ফসলের বীজ প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলমের কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন উপপরিচালক (আরবান সেলস) জনাব শাহ দেলদার হোসেন

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ বিএডিসি'র স্টল

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস ২০২৩ এ সরকারি-বেসরকারি স্টলসমূহের মধ্যে বিএডিসি প্রথম পুরস্কার অর্জন করায় বিএডিসি পরিবারকে শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি সংস্থার কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি /কার্যক্রম পরিদর্শন করেই চলছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে নীলফামারী এবং ডোমার খামার পরিদর্শন করেন। পরে ডোমার খামারের কনফারেন্স রুমে রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলের বিএডিসি'র কর্মকর্তা, ডিডি ডিএই, পিএসও বিএআরআই, নীলফামারী এবং এসিআই প্রতিনিধিদের সাথে কৃষির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেন।

গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে নীলফামারীর ডোমার খামার পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

মতবিনিময়কালে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বলেন, দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। আর বিএডিসি কৃষির মূল উপকরণ বীজ, সার ও সেচ নিয়ে কাজ করে থাকে। কাজেই দেশ ও জাতির উন্নয়নে বিএডিসি'র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি কর্মকর্তাবৃন্দকে নির্দেশ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান আরো বলেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। বিএডিসি'র কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে হবে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এ সময় সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠান শেষে তিনি সৈয়দপুরে ২৭০০ মেট্রিক টন সার গুদামের শুভ উদ্বোধন করেন এবং পুরাতন সার গুদাম পরিদর্শন করেন। এ সময় চেয়ারম্যান বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় বিএডিসি'র হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান গত ১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ভাসমান বেডে সবজি চাষসহ অন্যান্য প্রকল্প পরিদর্শন করেন। গত ১৩-১৪ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলায় বিএডিসি'র বীজ, সার ও সেচ কার্যক্রম (মুক্তাগাছায় বিএডিসি'র হর্টিকালচার সেন্টার ও সোলার ডাগওয়েল সেচ কার্যক্রমসহ) পরিদর্শনের পাশাপাশি বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের মাঠ পরিদর্শন ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষি বিষয়ক মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

গত ২০ জানুয়ারি দত্তনগর খামারের কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে খাল খনন ও বারিড পাইপ পরিদর্শন করে যশোর অঞ্চলের বিএডিসি'র কর্মকর্তা, কর্মচারী ও উপকারভোগীগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরই ধারাবাহিতায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ গাজীপুরে অবস্থিত কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং গাজীপুর জেলায় কর্মরত বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বিএডিসি'র খাল পুনঃখননে নাটোরের তিন ইউনিয়নের কৃষকের ভাগ্যবদল

চলনবিলের দুপাশে ফসলের সমাহার। মাঠজুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত সরিষার আবাদ। তার পাশেই খিরা, ভুট্টা আর মিষ্টি কুমড়ার ক্ষেত। দুই বছর আগেও নাটোরের সিংড়া উপজেলার তিন ইউনিয়নের কৃষকরা চলন বিলে শুধু ইরি ধান আবাদ করলেও এখন পাল্টে গেছে সে চিত্র।

বিএডিসি'র পানাসি প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত ইটালী খাল

দুই বছর আগেও নাটোরের সিংড়া উপজেলার তিন ইউনিয়নের কৃষকরা চলন বিলে শুধু ইরি ধান আবাদ করলেও এখন তা পাল্টে গেছে।

নাটোরের সিংড়ায় গত ২ বছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) ১৩৬ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন চলনবিলের প্রায় ৩০ হাজার কৃষক। বিলের পানি খালে দ্রুত নেমে যাওয়ায় নানা ধরনের ফসল আবাদ হচ্ছে। এ বছর অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ টন ফসল ঘরে তোলার আশা তাদের।

২ বছর আগেও চলনবিলের নাটোরের সিংড়া উপজেলার ডাহিয়া, শুকাস ও ইটালী ইউনিয়নের আবাদের জমি ডিসেম্বর মাসেও জলাবদ্ধ হয়ে থাকতো। সেই চিত্র পাল্টে কেবল ডিসেম্বর মাসে সরিষার হলুদ ফুলে ভরে গেছে এই ৩ ইউনিয়নের আবাদি জমি।

কৃষকরা বলছেন, আগে এই এলাকায় শুধুমাত্র ইরি ধান আবাদ হলেও এখন অতিরিক্ত রবি ফসল ঘরে তুলতে পারছেন। গত ২ বছর ধরে বিলের পানি নভেম্বর মাসের মধ্যে খাল দিয়ে আত্রাই নদীতে নেমে যায়। ফলে ইরি ধান রোপণের আগে সরিষা, মিষ্টি কুমড়া, ভুট্টা রোপণ করতে পারছেন। এতে করে লাভবান হচ্ছেন তারা।

সিংড়া উপজেলার ২০ হাজার হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিএডিসি সূত্রে জানা যায়, খাল খননের ফলে অতিরিক্ত ২০ ভাগ ফসল উৎপাদন করছেন কৃষকরা। এরই মধ্যে জেলার আরও ২টি ইউনিয়নে খাল পুনঃখননের প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশিষ্টরা। বিএডিসি নাটোর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সাজ্জাদ হোসেন জানান, খাল পুনঃখননের ফলে চলনবিলের ২০ হাজার হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। এ ছাড়া খালের পানি ক্ষেতে দিচ্ছেন কৃষকরা। ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন চাপ কমেছে।

বিএডিসি'র পানাসি প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত সুকাশ খাল

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প' এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এবিএম মাহমুদ হাসান খান বলেন, চলতি অর্থ বছরে সিংড়া উপজেলায় আরও ১৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে।

এ বিষয়ে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, খাল খননের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন হচ্ছে। ৩টি ইউনিয়নের কৃষকরা সুফল পেলেও শেরকোল ও তাজপুর ইউনিয়নে এখনও জলাবদ্ধতা রয়েছে। এই ২টি ইউনিয়নেও খুব শিগগিরই খাল পুনঃখনন করা হবে।

সংকলিত: সময়টিভি ডট নিউজ
৪ জানুয়ারি ২০২৩

'ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

পাহাড়ে বিএডিসি'র সৌর বিদ্যুতের সেচ প্রকল্পে উপকৃত বান্দরবানের কৃষকেরা

উপকারভোগী কৃষকরা বলছেন, পাহাড়ে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ঠিকমত সেচ দেওয়ার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। বিদ্যুৎ কিংবা তেলচালিত মোটরের প্রয়োজন পড়ছে না। পুকুর, খাল কিংবা কোথাও পানির উৎস পেলে সেখানে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে একটি মোটর বসিয়ে কৃষি কাজে সেচ ব্যবহার করতে পারছেন তারা।

পাহাড়ের পাদদেশে যারা ফলদ বাগান করে তাদের অনেক খরচ করে তেলচালিত মোটরের মাধ্যমে সেচ দিতে হয়। এতে তেলের খরচ পড়ে অনেক বেশি। কৃষকের লাভ হয় কম। তেলচালিত মোটর ব্যবহার করে বাগানে সেচের ব্যবস্থা করতে অনেক কৃষকের সামর্থ্যও থাকে না।

তাছাড়া শুধুমাত্র পানির অভাবে অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকত অনেক সমতল ধানি জমিও। পানির সেই সংকট ঘুচিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) সেচ কর্মসূচির প্রকৌশলী আবু নাঈম জানান, সৌরশক্তির মাধ্যমে বিএডিসির দুই ধরণের সেচ কর্মসূচি রয়েছে। একটি হলো সমতলের ধানি জমিতে এলএলপি (লো লিস পাম্প)। যেটি একটি খাল থেকে খাঁড়া উচ্চতায় সর্বোচ্চ ৩০ ফুটের উপরে ০.২৫ কিউসেক পানি তুলতে পারে। অপরটি হলো ফলদ বাগান বা গাছে দেওয়ার জন্য ড্রিপ ইরিগেশন। ড্রিপ ইরিগেশনের মাধ্যমে ঘণ্টায় উঁচু পাহাড়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার লিটার পানি তোলা সম্ভব।

রোয়াংছড়ি উপজেলায় ড্রিপ ইরিগেশনের একটি সোলার প্যানেল; ছবি- উসিথোয়াই মারমা/টিবিএস

রবি মৌসুমে ধান লাগানোর জন্য বীজতলা

সম্প্রতি বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে মোটর লাগিয়ে খাল থেকে পানি তুলে বোরো মৌসুমের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন কৃষকরা। কোথাও তৈরি করা হচ্ছে বীজতলা। কোথাও শীতকালীন বিভিন্ন শাকসবজি ক্ষেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে।

রাজবিলা ইউনিয়ন ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষক লুলামং মারমা বলেন, রাজবিলা এলাকায় রবি মৌসুমে পানি সংকট চলে। চাষযোগ্য জমি থাকা সত্ত্বেও কেউ চাষ করতে পারছিল না। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে মোটর লাগিয়ে ভাল করে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পানি পেয়ে তার ২ একর জমিতে রবিশস্যের মধ্যে সরিষা, সূর্যমুখী ফুল, বাদাম, টমেটো, মাল্টা, কলা ও বোরো ধান লাগানো হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তৈরি করা রাজবিলা ইউনিয়নে মোট পাঁচটি সৌর বিদ্যুৎ চালু রয়েছে। বজ্রপাতের কারণে গত বছর একটি সোলার নষ্ট হয়েছে। সেটি মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। একটি সৌর বিদ্যুতের অধীনে ১০ থেকে ২০ জন কৃষক চাষ করতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়া এলাকার কৃষকরা।

ধানি জমিতে সেচের জন্য এলএলপি সোলার প্যানেল

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা লুলামং মারমা আরও বলেন, তাদের ২৩৮৫ ওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুতে মোট ৯টা সোলার প্যানেল রয়েছে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটার মধ্যে সূযের তাপ প্রখর থাকে। এসময় পানির প্রবাহও বেশি থাকে। তাদের এই সৌর বিদ্যুত ১৫ থেকে ২০ জন কৃষকের মোট ১০ একর জমি আবাদ হয়ে থাকে।

তিনি জানান, রক্ষণাবেক্ষণ বলতে সৌর বিদ্যুৎ পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মোটর সেকশন পাইপে বালু, বিভিন্ন পাতা পরিষ্কার করে রাখতে হয়। পাইপে ময়লা অথবা কোন কিছু পড়ে আটকে গেলে ওয়াশ করে রাখতে হয়। এগুলো দেখভাল করার জন্য 'হেডম্যান পাড়া সোলার সেচ প্রকল্প' নামে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে।''

এদিকে রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর ইউনিয়নে গিয়ে দেখা যায়, আনন্দ সেন তঞ্চঙ্গ্যা নামে একজন কৃষি উদ্যোক্তা পাহাড়ে পাদদেশ ১৫ একরজুড়ে ফলদ বাগান গড়ে তুলেছেন। তার বাগানে রয়েছে ১১০০টি বল সুন্দরী কুল, ৫০০টি ড্রাগন

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত রোয়াংছড়ি উপজেলায় ড্রিপ ইরিগেশন প্রকল্পের একটি ফলদ বাগান

ফলের চারা, ৩০০টি মাল্টা গাছ ও ২০০টি আলুবোখারার গাছ।

সেচ দেওয়ার জন্য তার বাগানেও বসানো হয়েছে ২০০০ ওয়াটের একটি সৌর বিদ্যুৎ। ২৫০ ওয়াট করে মোট ৮টা সোলার প্যানেল রয়েছে। পাহাড়ের উপরে বসানো হয়েছে ২০০০ লিটার ধারণক্ষমতার একটি বড় ড্রাম।

রোয়াংছড়ি উপজেলায় ড্রিপ ইরিগেশন প্রকল্পের একটি ফলদ বাগান

সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে মোটর চালিয়ে পাশে একটি পুকুর থেকে ৩০০ ফুটের উপরে পানি তোলা হয়। প্রথমে পানি জমা করা হয় এই বড় ড্রামে। তারপর বিভিন্ন ফলদ গাছের গোড়ায় ছোট পাইপের মাধ্যমে স্প্রে করে সেচ দেওয়া হয় ।

আনন্দসেন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, সেচ সবসময় দিতে হয় না। বরই গাছের ফুল ও ফল আসার সময় নিয়ম করে সেচ দেওয়া লাগে। সৌর বিদ্যুৎ না হলে তার এ বাগান গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তেলচালিত মোটর দিয়ে হলে অনেক খরচ হত। তবে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে কাজে লাগাতে হলে আশেপাশে পানির উৎস থাকতে হবে বলে জানান তিনি।

বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী আবু নাঈম জানান, ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিন বছরে এ সেচ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, লামা ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় মোট ২৬টি এলএলপি সোলার এবং ১৫টি ড্রিপ ইরিগেশন সোলার দেওয়া হয়েছে। মোট ৪১টি স্কিম ম্যানেজারের অধীনে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এলএলপি সোলারে ১৪ লাখ টাকা এবং ড্রিপ ইরিগেশনে ৬ লাখের কাছাকাছি খরচ হয় বলে জানান এই প্রকৌশলী।

সহকারী প্রকৌশলী আরো জানান, প্রয়োজনের তুলনায় সম্পাদিত কার্যক্রম অপ্রতুল। উক্ত এলাকার কৃষি ব্যবস্থাকে আরো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ড্রিপ ইরিগেশন, সোলার প্যানেল, ঝিরিবাঁধ নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সংস্থান রেখে একটি প্রকল্প প্রনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে ।

সংকলিত: দ্যা বিজনেস স্টান্ডার্ড
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিএডিসি'র সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে সেচ: লাখ টাকার খরচ নামল ৩ হাজারে

নাটোরে জমিতে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সৌরসেচ কার্যক্রমের কারণে বর্তমানে ৩০ বিঘা জমিতে সেচে খরচ পড়ছে মাত্র তিন হাজার টাকা। অন্যদিকে, প্রায় ১২ লাখ টাকার সৌরবিদ্যুতের সেচ পাম্প স্থাপনের জন্য কৃষকদের পরিশোধ করতে হয় মাত্র ১০ হাজার টাকা। আগে স্থানীয়দের দিয়ে প্রতি বছর সেচ দিতে খরচ পড়তো প্রায় এক লাখ টাকা বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

নাটোরের বিভিন্ন ফলের বাগান ও সবজির জমি সৌর বিদ্যুতের সেচ পাম্পের আওতায় আনছে বিএডিসি। ১২টি সৌর প্যানেলের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ৬.৭ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। আর এই বিদ্যুৎ দিয়ে ১২০ ফিট মাটির নিচে স্থাপন করা ৩.৬ কিলোওয়াটের মোটর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৫ লিটার পানি উত্তোলন করা হয়। উত্তোলন করা পানি পাঠানো হয় বাগানে স্থাপিত পানির ট্যাংকিতে। এরপর ট্যাংকিতে জমানো পানি দিয়ে সেচ দেয়া হয়। বিএডিসি (ক্ষুদ্রসচ) নাটোর রিজিওনের সহকারী প্রকৌশলী নাসিম আহমেদের সঙ্গে কথা বলে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে এই সেচ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়।

বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) নাটোর রিজিওনের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পানাসি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষেত্রায়িত প্রতিটি সৌরবিদ্যুতের সেচ পাম্প স্থাপনে ১১ লাখ ৫০ হাজার টাকা খরচ হলেও এটি স্থাপনে কৃষকদের কাছ থেকে নেয়া হয় মাত্র ১০ হাজার টাকা। আর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা পাম্পটি পরিচালনা করেন।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের সাশ্রয় করতে সেচের ক্ষেত্রে নবায়ন যোগ্য জ্বালানি ব্যাবহার শুরু করেছে বিএডিসি। পাশাপাশি সেচ খরচ কম হওয়ায় ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০টি সৌরবিদ্যুতের সেচ পাম্প স্থাপন করবে বিএডিসি। আর এই সময়ে মধ্যে সৌরবিদ্যুতের সেচ পাম্প থেকে সাড়ে তিন হাজার বিঘার ফলের বাগান চাষ দেয়া হবে। ২০২২ সালে জেলায় ১৪ টি সৌরবিদ্যুতের সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। আর চলতি বছর স্থাপন করা হবে ৫০টি। প্রতিটি সৌরবিদ্যুৎ সেচ পাম্প থেকে টানা ২০ বছর পানি উত্তোলন করা সম্ভব বলে জানায় বিএডিসি।

সংকলিত: সময়নিউজ ডট টিভি
১৯ জানুয়ারি ২০২৩

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন 'টিম বিএডিসি'

ফাইনালে বিএডিসি'র বিধ্বংসী ঝড়ে উড়ে গেল বারি

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি চ্যাম্পিয়ন বিএডিসি ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়ে খেলোয়াড়বৃন্দ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। গাজীপুরে অবস্থিত বারি ক্যাম্পাসে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৬ উইকেটের ব্যবধানে বারিকে পরাজিত করে টিম বিএডিসি বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি চ্যাম্পিয়ন বিএডিসি ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মাঠে থেকে খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করেন।

গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বিএডিসি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে (ব্রি) ৬ উইকেটের ব্যবধানে সহজেই পরাজিত করে। পরের ম্যাচে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে (বিএসআরআই) ৫৬ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে সবার আগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে টিম বিএডিসি।

সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা)কে ৫ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিএডিসি। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় শক্তিশালী টিম বিএডিসি বনাম স্বাগতিক বারি ক্রিকেট দলের মধ্যে।

ফাইনাল ম্যাচে টসে জিতে নির্ধারিত ৫ ওভারে ৯৫ রানের বিশাল লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয় বারি ক্রিকেট দল। তবে সেই স্বপ্নকে ধূলিস্মাৎ করে দেন বিএডিসি'র ওপেনার সহকারী প্রকৌশলী জনাব এস এম আতাই রাব্বি এবং সহকারী পরিচালক জনাব রাকিবুল হাসান (মিন্টু)। তাদের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে মাত্র ৪ ওভার ২ বলেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় অদম্য টিম বিএডিসি। ফাইনালে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হন জনাব এসএম আতাই রাব্বি। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেন বিএডিসি'র খেলোয়াড় জনাব রাকিবুল হাসান (মিন্টু) এবং ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট হন জনাব এস এম আতাই রাব্বি।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থান অর্জন করায় বিএডিসি'র খেলোয়াড়, পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, দর্শকবৃন্দ উল্লাসে ফেটে পড়েন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি শত ব্যস্ততার মধ্যেও খেলার খবর নিতে থাকেন। বিএডিসি'র বিজয়ে তিনি তাৎক্ষণিক দলের খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এদিকে মাঠের আনন্দের জোয়ার অচিরেই ভার্চুয়াল জগতে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করা বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিজয়ী দলকে শুভেচ্ছা জানান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি আপলোড করে ও শুভেচ্ছা বার্তা লিখে টিম বিএডিসি'র সাফল্যে সবাই বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। বিজয়ী টিম বিএডিসি'র সদস্যবৃন্দ সাজেক ভ্রমন করে জয়ের আনন্দ বিশেষভাবে উদযাপন করেন।

ট্রফি হাতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বিএডিসি ক্রিকেট দলের সদস্যবৃন্দ

পদোন্নতি

মহাব্যবস্থাপক

* মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ সাইদুর রহমানকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

* উপপ্রধান প্রকৌশলী, জরিপ ও অনুসন্ধান বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

যুগ্মপরিচালক

* উপপরিচালক (ক. গ্রো.), বিএডিসি, ফরিদপুরে কর্মরত জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম খানকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব মোহাঃ শওকত আলীকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব ইকবাল মোহাম্মদ মুনতাসিরকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সরকারকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপপরিচালক

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), বিএডিসি, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, কুশাডাঙ্গা, দত্তনগর, ঝিনাইদহে [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) বিএডিসি, পাংশা, রাজবাড়ী এর বিপরীতে] কর্মরত জনাব মো. রেজাউল করিমকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, চট্টগ্রামে [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, গাইবান্ধা এর বিপরীতে] কর্মরত জনাব মোহাম্মদ নাইমুল আরিফকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপব্যবস্থাপক (টিসি), বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকায় [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, মুন্সিগঞ্জ পদের বিপরীতে] কর্মরত জনাব মোছা. রহমত আরাকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত জনাব শাহানা পারভীনকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, যশোরে [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, বাগেরহাট এর বিপরীতে] কর্মরত জনাব তিমা পালকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ) ক.গ্রো. জোন, বিএডিসি, রাজশাহীতে কর্মরত ড. নাঈমা পারভীনকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (পাটবীজ), পাটবীজ উৎপাদন জোন, বিএডিসি, ঢাকায় [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, চাঁদপুর এর বিপরীতে] কর্মরত ড. আজিজা বেগমকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপব্যবস্থাপক (পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকায় [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, নারায়ণগঞ্জের বিপরীতে] কর্মরত জনাব সানজিদা আক্তারকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, লালমনিরহাটে কর্মরত জনাব মোছা. আক্তারুন নাহারকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, করিঞ্চা, দত্তনগর, ঝিনাইদহে [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, কক্সবাজারের বিপরীতে] কর্মরত জনাব জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুনকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (আরবান সেলস সেন্টার), বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মো. নূরউদ্দিন মোল্লাকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), শরিয়তপুর পদের বিপরীতে সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীআমক), মধুপুর, টাঙ্গাইল দপ্তরে কর্মরত জনাব লায়লা আক্তারকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় [সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), বিএডিসি, নেত্রকোণা এর বিপরীতে] কর্মরত জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিমকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, লক্ষ্মীপুর এর বিপরীতে এএসসি বিভাগ, ঢাকায় সংযুক্ত জনাব নাজনিন আফরিনকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা ও ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (টিসি), বিএডিসি, হিমাগার, দত্তনগর এর অতিরিক্ত দায়িত্ব কর্মরত জনাব মো. ফরিদুল ইসলামকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী প্রকৌশলী

* ঢাকা (সওকা) ইউনিট, বিএডিসি, সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মৃত্যুঞ্জয় সরকারকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

* বীপ্রকে, কুমিল্লা দপ্তরের বিপরীতে বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* ভাংগুড়া (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট, বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইয়াকুব আলীকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* শ্রীপুর (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট, বিএডিসি, গাজীপুরে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব ইফতেখার আলমকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* লাকসাম (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট, বিএডিসি, কুমিল্লায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ বেলাল হোসেনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* বগুড়া সদর (সওকা) ইউনিট, বিএডিসি, বগুড়ায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মাসউদুল করিম রানাকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* কুড়িগ্রাম (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট, বিএডিসি, কুড়িগ্রামে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব দীপক চন্দ্র রায়কে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* নির্মাণ বিভাগ, কৃষি ভবন, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সিংড়া (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট, বিএডিসি, নাটোরে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব ইমরানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* দিনাজপুর সদর (সওকা) ইউনিট, বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সামিউল পারভেজকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* ফরিদপুর সদর (সওকা) ইউনিট, বিএডিসি, ফরিদপুরে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মিনারুল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* মধুপুর (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোসাম্মৎ শামিমা নাছরিন কনাকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৯ মে. টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/২০২৩ কৃষক পর্যায়ে মোট ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৯ মেট্রিক টন নন ইউরিয়া সার বিতরণ করেছে।

বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৬৯ হাজার ৩০৮ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৯৮ মে. টন ও ডিএপি ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৮৩ মে. টন। বর্ণিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬১৭ মে. টন সার। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৩৪ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

আমন ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০২২-২৩ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের আমন ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র.নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	ব্রিধান৩৪ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৯৪.০০
		প্রত্যয়িত/মানঘোষিত	৯০.০০
২	ব্রি ধান৯০	ভিত্তি	৭৪.০০
		প্রত্যয়িত/মানঘোষিত	৭০.০০
৩	বিআর১০, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রিধান৫১, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, বিনা ধান-২০, বিনাশাইল ও নাইজারশাইল	ভিত্তি	৫২.০০
		প্রত্যয়িত/মানঘোষিত	৪৮.০০
৪	অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৫১.০০
		প্রত্যয়িত/মানঘোষিত	৪৭.০০

চৈত্র-বৈশাখ মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরি প্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টা গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমান কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপণ করার আগে বীজ শোধন করা জরুরি। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি : এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতরং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় : মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নিতে হবে এবং জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কাণ্ড পঁচা, শিকড় গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাগ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুণ।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি : এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বৃদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান এর বিদায় ও নতুন চেয়ারম্যানের বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ সীড বিজনেসের ওপর কারিগরি সেশন-৩ পরিচালনার পর অতিথিবৃন্দের সাথে ফটোসেশনে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি'র "কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার গোকর্ণ ইউনিয়নের রাজগোপাট শাপলা বিল ও বাদুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম এমপি

বিএডিসি'র বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত সাধারণ পর্ষদ সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত বিএডিসি'র জীবপ্রযুক্তি পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েলের মডেল

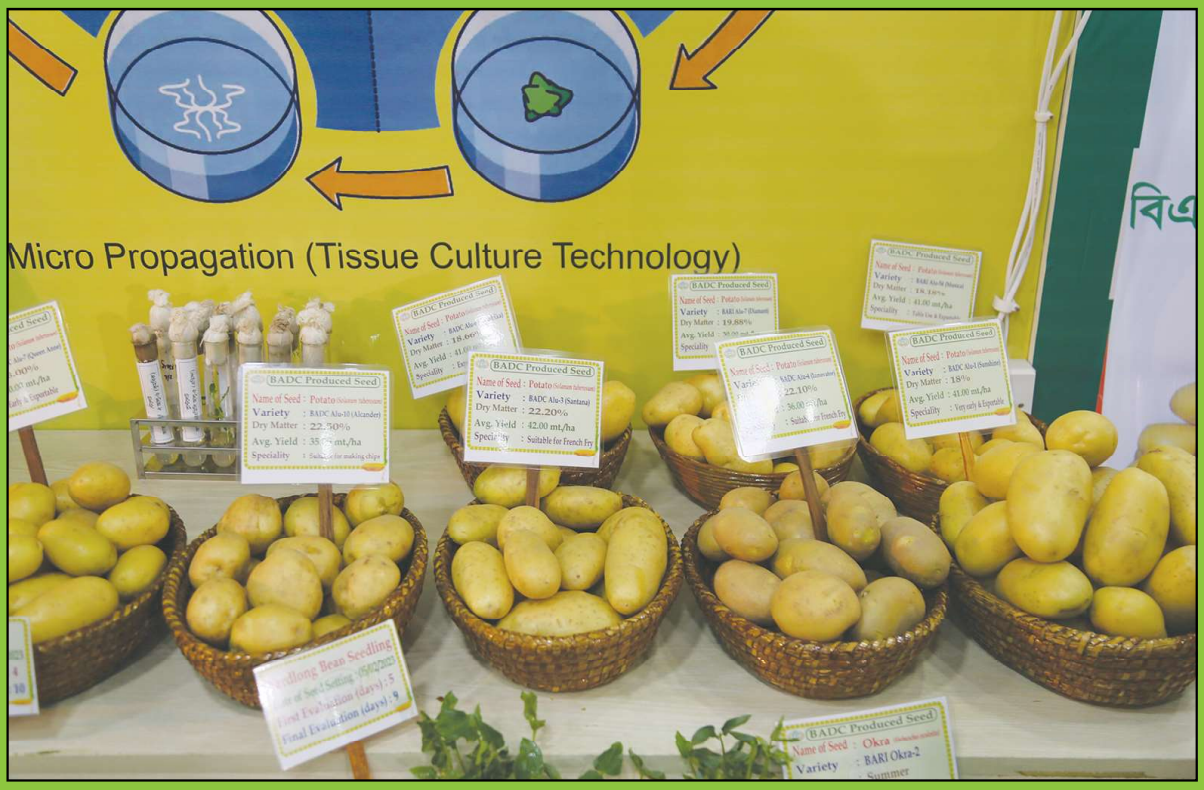

বাংলাদেশ সীড কংগ্রেস-২০২৩ এ বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত উন্নতমানের বিভিন্ন জাতের আলু

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।